এনজিও ফেডারেশন

FNB

এনজিও ফেডারেশন

পরিচিতি

জাতীয় স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধাঞ্জলী

জাতীয় শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ

ভূ মি কা

বাংলাদেশে ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে নিহিত রয়েছে এদেশের এনজিওদের জন্মের ইতিহাস। যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী কয়েকজন ব্যক্তির উদ্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ ও সীমান্তের ওপার থেকে ফিরে আসা নিঃস্ব উদ্বাস্তুদের ত্রাণ, পুনর্বাসন ও মৌলিক স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচির মধ্যে দিয়ে শুরু হয় এনজিও কার্যক্রম। পরবর্তীতে যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষসহ দরিদ্র মানুষদের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন ও সহযোগিতার জন্য বহুমুখী কার্যক্রম হিসেবে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ক্রমান্বয়ে শুরু করা হয় ক্ষুদ্রঋণ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, ভুমি অধিকার, নারীর অধিকার, পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম, মানবাধিকার, পরিবেশ উন্নয়ন, কৃষি, প্রতিবন্ধীদের উন্নয়ন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠাসহ উন্নয়নের ভিন্নমূখী ও উদ্ভাবনমূলক কার্যক্রম।

পরবর্তীতে সত্তর দশকের মধ্যবর্তী সময়ে এনজিও নেতৃবৃন্দের উদ্যোগে সেক্টরের স্বার্থ রক্ষা ও উন্নয়নের লক্ষ্যে এনজিওদের এপেক্স বডি গঠিত হয়। ২০০১-২০০২ সালে এপেক্স বডি তার মুল উদ্দেশ্য সেক্টরের স্বার্থ রক্ষা ও স্বার্থ উন্নয়নের লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হলে বিভিন্ন প্রকার হয়রানি এনজিও সেক্টরে অনিশ্চয়তা ও উদ্বেগের সৃষ্টি করে। একতরফাভাবে এনজিওদের জন্য একটি নতুন আইন প্রণয়নেরও উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। নতুন আইনটি প্রবর্তিত হলে এনজিওদের নিজস্ব কার্যকারিতা ও উদ্ভাবনীমূলক

'গণতন্ত্র, উন্নয়ন ও সুশীল সমাজ' শীর্ষক জাতীয় সেমিনারে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

বৈশিষ্ট হুমকির সম্মুখীন হবে বলে আশংকা করা হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে ঐক্যবদ্ধভাবে এনজিও সেক্টরের স্বার্থ সুরক্ষার গুরুত্ব অনুধাবন করে জরুরিভাবে সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক একটি সমন্বয়কারী প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এই পরিস্থিতিতে সেক্টরের স্বার্থ সুরক্ষায় করণীয় ও উপায় নিয়ে আলোচনার জন্য ২০০২ সালের ২৬ জুলাই একটি জাতীয় সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। ঐ সম্মেলনে সারা দেশে থেকে আগত ২২০০টি বড়, মাঝারি ও স্থানীয় পর্যায়ের এনজিও প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে ২২ সদস্যের একটি জাতীয় এনজিও সমন্বয় কমিটি (এনএনসিসি) গঠন করা হয়। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল:

ক) এনজিওদের হয়রানি বন্ধ ও এনজিও স্বার্থ পরিপন্থী আইনটি প্রবর্তন না করার জন্য অবিলম্বে সংশিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনার উদ্যোগ গ্রহণ করে তা রহিত করা;

খ) এনজিওদের কাজের উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করা;

গ) উন্নয়ন কর্মকান্ডে সরকার ও এনজিওদের পারস্পরিক সহযোগিতা জোরদার করা।

ঘ) সেক্টরের অসাম্প্রদায়িক চেতনা, স্বচ্ছতা ও জবাদিহিতা, নৈতিকতা ও ইতিবাচক কাজের চর্চার পরিবেশ তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করা;

ঙ) স্থানীয় এনজিওদের বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচিতে সহযোগিতার উদ্যোগ গ্রহণ করা;

পরবর্তীকালে ২০০৩ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি এনজিওদের দ্বিতীয় জাতীয় কনভেনশনের মাধ্যমে ১৮৫০টি এনজিও প্রতিনিধির উপস্থিতিতে 'জাতীয় এনজিও সমন্বয় কমিটি'র পরিবর্তে পূর্ণাঙ্গভাবে ফেডারেশন অব এনজিওস ইন বাংলাদেশ (এফএনবি) গঠনের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং একই বছরের ১৯ এপ্রিল ২০৫টি এনজিও প্রতিনিধিবৃন্দের উপস্থিতিতে ফেডারেশনের গঠনতন্ত্রের খসড়া অনুমোদন এবং নিবন্ধনের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে এনজিওদের সমন্বয়কারী ফেডারেশন হিসেবে এফএনবি-র যাত্রা শুরু হয়।

নিবন্ধন

সোসাইটিজ রেজিস্ট্রেশন এ্যাক্ট, XXI, ১৯৬০ এর অধীনে রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট ষ্টক কোম্পানিজ থেকে ৪ মে ২০০৩ এফএনবি-র নিবন্ধন গ্রহণ করা হয়।

নাইটহুড প্রাপ্তি উপলক্ষে ব্র্যাকের প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারপার্সন এবং এনজিও ফেডারেশনের উপদেষ্টা কমিটির কনভেনার স্যার ফজলে হাসান আবেদকে সম্বর্ধনা

লক্ষ্য

সমাজের সুবিধাবঞ্চিত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রতি বৈষম্যসহ সর্বপ্রকার বঞ্চনা থেকে মুক্ত একটি নায্য, সমতাভিত্তিক ও আলোকিত সমাজ প্রতিষ্ঠায় এবং দেশের দারিদ্র বিমোচন ও সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিতকরণে অবদান রাখা ও সহযোগিতা প্রদান করা। এ লক্ষ্য অর্জনে এনজিও সেক্টরের স্বার্থ সমুন্নত রাখা, ও সুরক্ষাসহ উন্নয়নসাধনে এনজিওসমূহের কর্মসূচি এবং কর্মকান্ডে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের চর্চা উৎসাহিত করার মাধ্যমে সেক্টরের সদস্যসহ বিভিন্ন অংশীদারদের মধ্যে সমন্বয়সাধন নিশ্চিত করা।

উদ্দেশ্য

- সকল পর্যায়ে এনজিও সেক্টরের আইনসম্মত স্বার্থ সুরক্ষা ও সুনিশ্চিত করা;
- সদস্য এনজিওদের মধ্যে অসাম্প্রদায়িকতা, নৈতিক মুল্যবোধ ও ইতিবাচক কাজের চর্চার মাধ্যমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা;
- এনজিওবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে সদস্য এনজিওসমূহের গৃহীত কর্মসূচিগুলোর অগ্রগতি সাধনে সহায়তা ও সমর্থন;
- স্থানীয় সদস্য এনজিওদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সক্ষমতা বৃদ্ধি;
- সদস্যদের মাঝে রাজনীতিমুক্ত এবং সর্বপ্রকার বিভেদমুক্ত উন্নয়ন চেতনা ও আদর্শ সঞ্চারিত করা;
- বয়স্ক ও প্রতিবন্ধীসহ দরিদ্র মানুষ, ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর বৃহত্তর স্বার্থে গৃহীত কার্যক্রমগুলোকে এবং জেন্ডার সম্পৃক্ত নীতিমালা ও কর্মসূচিগুলোকে উৎসাহিত করা;

- সর্বস্তরের এনজিওসমূহের মধ্যে সমন্বয় ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কে বৃহত্তর ঐকমত্য সৃষ্টি;

- সেক্টরের স্বচ্ছতা ও নায্যতা সুনিশ্চিত করার জন্য সদস্য এনজিওসমূহের মধ্যে ভাল অনুশীলনসমূহ এবং মূল্যবোধ ও নীতি সম্পর্কিত মান সমুন্নত রাখা;

- দেশের এনজিও কর্মকান্ডকে শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে পরিসংখ্যানগত এবং অন্যান্য তথ্যাদি সংগ্রহ ও বিতরণ করা এবং প্রযুক্তিগত, অর্থনৈতিক ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত জ্ঞানের প্রসার ঘটানোর জন্য চেষ্টা করা;

- এনজিও ফেডারেশন প্রণীত আচরণবিধি অনুসরণের মাধ্যমে সেক্টরের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা, শৃংখলা ও সংহতি রক্ষা এবং গতিশীলতা ত্বরান্বিত করা;

- সদস্য এনজিওদের বিভিন্ন কর্মসূচির কর্মীদের মানোন্নয়নে দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র গড়ে তোলা ।

সদস্য

দেশের সকল জেলার বড়, মাঝারী ও স্থানীয় এনজিওসমূহের অধিকাংশই এফএনবি-র সদস্য । এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংস্থাসমূহ হলোঃ ব্র্যাক, আশা, ব্যুরো বাংলাদেশ, আরডিআরএস, এএলআরডি, বেলা, গণসাক্ষরতা অভিযান, সিএমইএস, ঢাকা আহছানিয়া মিশন, ডরপ, গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র, এনজিও ফোরাম ফর পাবলিক হেলথ, নিজেরা করি, পদক্ষেপ, রিক, টিএমএসএস, কারিতাস-বাংলাদেশ, ইনাফি, সিডিএফ, ভার্ড, পপি, আরডিএফ, কোডেক (চট্টগ্রাম), ঘাসফুল (চট্টগ্রাম), সিডিএ (দিনাজপুর), জাগরনী চক্র ফাউন্ডেশন (যশোর), এসএসএস (টাঙ্গাইল), এসকেএস ফাউন্ডেশন (গাইবান্ধা), এফআইভিডিবি (সিলেট), এসএসকেএস (সিলেট), মাদারীপুর লিগ্যাল এইড (মাদারীপুর) ইত্যাদি ।

পরিচালনা পদ্ধতি

- **কেন্দ্রীয়ঃ** নির্বাচিত সদস্যদের নিয়ে গঠিত জাতীয় কার্যনির্বাহী বোর্ড ফেডারেশনের কর্মসুচি গ্রহণ এবং সচিবালয়ের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করে।
- **জেলাঃ** জেলা পর্যায়ের সদস্যদের মাধ্যমে নির্বাচিত জেলা কার্যনির্বাহী কমিটি জেলার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে।
- **উপজেলাঃ** উপজেলা পর্যায়ের সদস্যদের মাধ্যমে নির্বাচিত উপজেলা কার্যনির্বাহী কমিটি উপজেলার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে।

জেলা এনজিও-এনজিও সমন্বয় সভা

জেলা ও উপজেলা কমিটি গঠন সম্পর্কে ঢাকায় বৃহত্তর জেলা প্রতিনিধিদের সংগে আলোচনা।

উপদেষ্টা কমিটি

উপদেষ্টা কমিটি এনজিও ফেডারেশনের কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়নে পরামর্শ দিয়ে থাকে। উপদেষ্টা কমিটির সদস্যবৃন্দ হলেন:

১. স্যার ফজলে হাসান আবেদ, কেসিএমজি (প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারপার্সন, ব্র্যাক)- আহবায়ক;
২. জনাব শফিকুল হক চৌধুরী (প্রেসিডেন্ট, আশা);
৩. জনাব খুশী কবির (সমন্বয়কারী, নিজেরা করি);
৪. জনাব কাজী রফিকুল আলম (প্রেসিডেন্ট, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন)।

আচরণবিধি

এফএনবি গঠনতন্ত্র অনুযায়ী সদস্য এনজিওদের মেনে চলার জন্য একটি আচরণবিধি প্রণয়ন করা হয়। আচরণবিধিটি চূড়ান্ত করার আগে সকল জেলা কমিটির সদস্যদের মতামত গ্রহণ করা হয়। আচরনবিধিটি ১৮ মার্চ ২০০৬ তারিখে অনুষ্ঠিত বার্ষিক সাধারণ সভায় অনুমোদিত হয়। এনজিও ফেডারেশন তার সদস্য সংস্থাসমূহ কর্তৃক আচরণবিধিটি যথাযথভাবে অনুসরণ করার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে।

এনজিওদের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, মূল্যবোধ ও কর্মসূচিকে সামনে রেখে এনজিওদের মর্যাদা, সমতা, মানবাধিকার, সুশাসন, জেন্ডার ও অসাম্প্রদায়িক আদর্শ প্রতিষ্ঠা এই আচরণবিধির লক্ষ্য।

সক্ষমতা উন্নয়ন ও অ্যাডভোকেসি

প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সদস্য সংস্থাসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং জনমনে এনজিও সম্পর্কে ইতিবাচক ধারণা তৈরির লক্ষ্যে ২০০৯-২০১১ তিন বছর মেয়াদী একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। আগা খান ফাউন্ডেশনের আর্থিক সহযোগিতায় গৃহীত এই প্রকল্পের প্রশিক্ষণগুলো হচ্ছে: ১) সংস্থার বোর্ড সদস্যদের ভূমিকা, ২) অফিস ও হিসাব ব্যবস্থাপনা, ৩) গ্রুপ গঠন ও ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থাপনা, ৪) মূল্যায়ন, পরিবীক্ষণ ও প্রতিবেদন তৈরি, ৫) সংগঠন উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা এবং ৬) প্রকল্প প্রস্তাবনা তৈরি। ৭২ টি প্রশিক্ষণ কোর্সে সদস্য সংস্থাসমূহের ১৮৩৩ জন প্রশিক্ষণার্থীর মধ্যে নির্বাহী প্রধান, ব্যবস্থাপক এবং বোর্ড সদস্যরা অংশগ্রহণ করেন। ফেডারেশনের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় আবাসিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়।

বাংলাদেশ এনভায়রনমেন্ট লইয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের প্রধান নির্বাহী সৈয়দা রিজওয়ানা হাসানকে ম্যাগসাইসাই পুরষ্কার প্রাপ্তি উপলক্ষে সম্বর্ধনা তাঁর ডানে স্যার ফজলে হাসান আবেদ ও শিক্ষাবিদ অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সাঈদ এবং বামে এফএনবি'র চেয়ার ড. মুহাম্মদ ইব্রাহীম ।

এছাড়া, অ্যাডভোকেসি কর্মসূচির আওতায় জাতীয় এবং জেলা পর্যায়ে নীতি নির্ধারণী, সরকারী বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও দপ্তর, বিভিন্ন সেক্টর নেটওয়ার্ক এবং পেশাজীবী সংগঠন ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের সাথে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন জেলায় কর্মশালা, গোলটেবিল বৈঠক ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয় ।

এনজিও ডিরেক্টরি

ফেডারেশনের প্রথম এনজিও ডিরেক্টরি ২০০৭ সালে প্রকাশ করা হয় । ডিরেক্টরিতে এফএনবি সদস্য সংস্থা, অসদস্য সংস্থা, সরকারি দপ্তর, আন্তর্জাতিক সংস্থা, দাতা সংস্থার ঠিকানাসহ প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সন্নিবেশিত করা হয়েছে । এর দ্বিতীয় সংস্করণটির প্রকাশ-কাল ডিসেম্বর ২০১৩ ।

বিভিন্ন উদ্যোগের সুফল

এফএনবি গঠনের পর থেকে এনজিও সেক্টরের স্বার্থ রক্ষায় বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ ও প্রচেষ্টার ফলে এ পর্যন্ত যে সফলতা অর্জিত হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

স্থানীয় ক্ষুদ্র এনজিওদের দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

১. ২০০৪ সালে সরকার কর্তৃক এনজিওদের কার্যক্রম রেগুলেট করার পরিবর্তে কঠোর নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে এনজিওদের স্বার্থ পরিপন্থী একটি বিল প্রণয়নের উদ্যোগ প্রত্যাহার করা হয়;

২. স্থানীয় এনজিওদের আর্থিক সহযোগিতা প্রদানের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক একটি ফাউন্ডেশন গঠনের জন্য ফেডারেশনের তরফ থেকে উদ্যোগ নেয়া হয়। অব্যাহত প্রচেষ্টা ও অ্যাডভোকেসি ও লবিংয়ের ফলে সরকার কর্তৃক বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠিত হয়;

৩. গেজেট নোটিফিকেশনের মাধ্যমে সরকার কর্তৃক এনজিওদের জন্য বাধ্যতামূলক ট্রেড লাইসেন্স গ্রহণ সম্পর্কিত নীতি সংশোধন করা হয়;

৪. এনজিও ফেডারেশন সিডিএফ ও ইনাফি কর্তৃক দুই বৎসরের অধিককালব্যাপী সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলটেরী অথরিটি (এমআরএ)-এর বিধিমালাকে যথাসম্ভব এনজিওবান্ধব করা হয়;

উত্তরবঙ্গে শৈত্যপ্রবাহে দু:স্থদের জন্য শীতবস্ত্রের একাংশ

৫. এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর নিবন্ধিত সংস্থার নিয়োগ বোর্ডে ব্যুরো/স্থানীয় প্রশাসনের প্রতিনিধি অন্তর্ভূক্ত করার নির্দেশনা প্রত্যাহার; ৬. এনজিওদের জন্য জেলা ও উপজেলা প্রশাসন থেকে প্রত্যয়নপত্র সংগ্রহের এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর বিধান সহজতর করা;

৭. ২০০৭ সালে দেশে জরুরি অবস্থা চলাকালীন সভা সমাবেশ/পদযাত্রা প্রভৃতি কর্মসূচির উপর আরোপিত বিধিনিষেধের আওতা থেকে এনজিওদের অব্যাহতি প্রদান;

৮. এনজিওদের বিদেশী অনুদানের অন্তত: ৫০% দৃশ্যমান অবকাঠামো (যেমন ব্রীজ, কালভার্ট, স্কুল) নির্মাণ খাতে ব্যয় করার বাধ্যবাধকতার বিষয়ে ২০০৭ সালে জারি করা নির্দেশনা এনজিও ফেডারেশনের সাথে আলোচনার ফলস্বরূপ সংশিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রত্যাহার;

৯. ভূমি মন্ত্রণালয়ের অনুরোধে দেশের তৎকালীন ছয়টি বিভাগের ছয়টি জেলার ছয়টি উপজেলায় সরকারের খাসজমি বিতরণের প্রকৃত বাস্তবতা সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্য এনজিও ফেডারেশন কর্তৃক বৎসরব্যাপী জরিপ পরিচালনা করে এর রিপোর্ট ভূমি মন্ত্রণালয়ে পেশ। এই কর্মসুচিতে ব্র্যাক, এএলআরডি ও নিজেরা করি'র সক্রিয় সহযোগিতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য;

১০. ২০০৯ সালের ০১ জুলাই মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (এমআরএ)-র জারী করা নির্দেশে "আইলা দুর্গত ইউনিয়নসমূহে" ক্ষুদ্রঋণের কিস্তি আদায় স্থগিত করার নির্দেশনাটি সংশোধন করে "আইলা দুর্গত পরিবারের" ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলে সংশোধন করা হয়।

১১. সংশিষ্ট সংস্থাগুলোসহ উদ্যোগ গ্রহণের ফলে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের সুবিধার জন্য বিভিন্ন টাকার নোটে বিশেষ শনাক্তকরণ চিহ্নের ব্যবস্থা;

১২. এফএনবি, সিডিএফ এবং ইনাফি এই তিনটি নেটওয়ার্কের সমন্বিত প্রচেষ্টার ফলে এনজিওদের ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচিতে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে প্রণীত একটি নীতিমালা অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।

১৩. মহান ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে আসা শারীরিক প্রতিবন্ধীদের সুবিধার্থে ফেডারেশনের উদ্যোগে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ঢাকায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে র‌্যাম্প নির্মাণ;

১৪. এশিয়ার এনজিওদের জাতীয় সংগঠনসমূহের সমন্বয়ে একটি এশিয়ান কোয়ালিশন গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন এবং 'ইন্টারন্যাশনাল ফোরাম অব ন্যাশনাল এনজিও প্যাটফর্মস' - এর সদস্য নির্বাচিত।

দিনাজপুর জেলায় এনজিও প্রকল্প পরির্দশনে ঢাকার ও স্থানীয় মিডিয়া প্রতিনিধিবৃন্দ

ভবিষ্যত পরিকল্পনা

১. এনজিও বান্ধব কাজের পরিবেশ তৈরির স্বার্থে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষসমূহের সাথে অব্যাহত যোগাযোগ;

২. এনজিও সেক্টরের সংশ্লিষ্ট নেটওয়ার্কসমূহ এবং সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের সাথে সহযোগিতা ও সমন্বয়ের ক্ষেত্র সম্প্রসারিত করা এবং নতুন চ্যালেঞ্জ ও সমস্যার মোকাবেলা;

৩. জাতীয় পর্যায়ে এনজিও সেক্টরের অবদান সম্পর্কিত তথ্য/পরিসংখ্যান বিষয়ক প্রকাশনা;

৪. মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি পূর্ণাঙ্গ ট্রেনিং সেন্টার প্রতিষ্ঠা।

FNB

ফেডারেশন অব এনজিওস ইন বাংলাদেশ (এফএনবি)

বাড়ী-৫৫৪ (৪র্থ তলা), রোড-৯, বাইতুল আমান হাউজিং সোসাইটি
আদাবর, শ্যামলী, ঢাকা-১২০৭, ফোন ঃ ৮১৯০৬০১-৩
ই-মেইল: ngofederationbd2014@gmail.com
ওয়েব সাইট: www.ngofederationbd.net

প্রকাশনা : এপ্রিল ২০১৬
Printed by : PrinTech Cell: 01711612935